সংবাদ

তারিখ ... 02 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

নার্সিং শিক্ষার সংকট দূর করুন

দেশের নার্সিং শিক্ষা সংকটের মুখে পড়েছে বলে জানা গেছে। সরকারি-বেসরকারি খাতে নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের সংখ্যা একশ'রও বেশি। কিন্তু শিক্ষকের পদ বাড়েনি। ৬৩ শতাংশ পদ শূন্য রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে নার্সিং শিক্ষা। প্রতি বছর শুধু সরকারি খাতে নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট থেকে তিন হাজার নার্স পাস করে বেরোচ্ছে। পাস করে বেরোলেও তাদের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ নিয়ে গত শনিবার একটি জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

২০০৯ সালের ১২ জুলাই 'বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং কলেজ/নার্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নার্সিং কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা' প্রণয়ন করে সরকার। এই নীতিমালায় সার্বক্ষণিক বিষয়ভিত্তিক নার্স শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু নীতিমালার প্রয়োগ সরকারি-বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানেই নেই বলে জানিয়েছেন নার্সিং কাউন্সিল ও সেবা পরিদফতরের 'কর্মকর্তারা'। অন্তত ১০টি নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রতিষ্ঠান চালাতে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। সংকট কাটাতে তারা অতিথি শিক্ষক এবং হাসপাতালের নার্সদের ওপর নির্ভর করছেন।

বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষা চলছে ১৯৭৭ সালের নীতিমালার ভিত্তিতে। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, পাঠক্রম হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু নীতিমালায় সংশোধন এনে শিক্ষকের পদ বাড়ানোর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। নার্সদের উচ্চতর লেখাপড়ারও কোন সুযোগ তৈরি হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশে সেবা খাতে এখন এক লাখ ৯৭ হাজার ৩০১ জন নার্স প্রয়োজন। একজন চিকিৎসকের বিপরীতে কমপক্ষে তিনজন নার্স থাকার কথা থাকলেও আছে মাত্র একজন। দেশের ৬৫ হাজার ৭৬৭ জন চিকিৎসকের বিপরীতে আছে ৩৩ হাজার ১৮৩ জন নার্স। নার্সিং যারা পড়ছে তাদেরও এমবিবিএস কোর্সের শিক্ষার্থীদের মতো অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাকোলজি ও প্যাথোফিজিওলজির মতো বিষয়গুলো পড়তে হয়। নার্সিং কলেজগুলোয় এ বিষয়ের শিক্ষকের সংকট রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে এটাই মনে হয় যে, এই খাতটি চরমভাবে অবহেলিত। অথচ চিকিৎসা খাতে নার্সদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছর তিন হাজার নার্স পাস করে বেরোলেও এরা অদক্ষ এবং এসব অদক্ষ নার্স দিয়ে রোগীর সেবা দেয়া কখনোই সম্ভব নয়। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্স তৈরি হচ্ছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, নার্সিং শিক্ষকের পদ বাড়ানো হয়নি কেন? আর ৬৩ শতাংশ পদ শূন্য রেখে কিভাবে নার্সিং খাতে শিক্ষা চালানো হয় সেটাও প্রশ্ন।

দক্ষ নার্স না থাকলে রোগী যেমন সঠিক সেবা পাবে না তেমনি চিকিৎসকরাও চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাবেন, এটাই স্বাভাবিক। দক্ষ ও সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত নার্সের স্বল্পতা মূলত সরকারের পরিকল্পনা, দূরদর্শিতার অভাবে ঘটছে। এছাড়া যে নীতিমালা করা হয়েছে সেটার প্রয়োগ না থাকাটাও আরেকটি বড় কারণ।

আমরা মনে করি, সরকারকে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। শুধু কাগজে-কলমে থাকলেই হবে না। নার্স শিক্ষকের পদ বাড়াতে হবে এবং শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

নার্সদের জন্য উচ্চতর লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে। সরকারি নীতিমালার লক্ষ্য হতে হবে শিক্ষিত ও যথাযথ প্রশিক্ষিত নার্স এবং নার্সিং পেশার জন্য শিক্ষক তৈরি করা। এই লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সঠিক পরিকল্পনা ও তার ভিত্তিতে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা উন্নত ও গণমুখী করতে হলে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্সদের সংখ্যা অনুপাত অনুযায়ী বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।